সংবাদ

তারিখ ... ১৫।১১।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ৫ ...

১৪

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

পৌর পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়

১৮৩৭ সালে লর্ড মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ইংরাজী স্কুল খোলা হয়। সমসাময়িককালে বাংলাদেশের বিভিন্ন পৌরসভাগুলিও 'বাংলা স্কুল' নামে কিছু স্কুল পরিচালনা করত। কোথাও বা এসব স্কুল 'বঙ্গ বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। প্রথমে এই স্কুলগুলি মাইনর বা নরম্যাল বা ভার্নাকুলার স্কুল নামে পরিচিত ছিল। এসব স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত। কোন কোন পৌরসভা এসব স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করে। এছাড়া পৌর এলাকার প্রাইমারী স্কুলগুলিও পৌরসভা পরিচালনা করত। পরে এই প্রাইমারী স্কুলগুলি সরকারকে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু হাইস্কুল পরিচালনার দায়িত্ব পৌরসভার হাতেই থাকে। এসব স্কুলের লেখাপড়ার মান জিলা স্কুলের মতই অর্থাৎ জিলা স্কুলের পরেই পৌরবিদ্যালয়ের স্থান। বর্তমানে আমাদের জানামতে দিনাজপুর, বগুড়া ও চট্টগ্রাম পৌরসভা হাইস্কুল পরিচালনা করে। বাংলাদেশের অন্যান্য পৌরসভা কোন স্কুল পরিচালনা করে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

পৌরসভাসমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং লোকাল গভর্নমেণ্ট বা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন। সেই হিসেবে পৌর পরিচালিত হাই স্কুলসমূহও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন। পৌরসভাসমূহ হাই স্কুল পরিচালনা করে বটে কিন্তু স্কুল পরিচালনার জন্য কোন বিধি বা উপবিধি এবং শিক্ষকদের সার্ভিস রুলস এ পর্যন্ত কোন পৌরসভা নিজস্বভাবে অথবা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে প্রণয়ন করা হয়নি। সরকার এই স্কুলগুলোকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করে বেসরকারী স্কুল পরিচালনা বিধি ১৯৭৭ এসব স্বায়ত্তশাসিত স্কুলগুলোর জন্যও প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করেছেন। ফলে পৌর বিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনের ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল পরিচালনায় দ্বৈতশাসন বাঞ্ছিত নয়। এর ফলে স্কুল পরিচালনায় যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় তাতে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং পঠনপাঠন দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

১৯৭৩ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশের পৌর পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর জন্য একটা বেতনক্রম বা পে-স্কেল চালু করে। পরে ১৯৭৭ সালে এই পে-স্কেল সংশোধন করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী পুনর্নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সালের এই পে-স্কেল কোন কোন পৌরসভা গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী ১৯৭৭ এর পে-স্কেল চালু করেছে আবার কোন কোন পৌরসভা ১৯৭৩ সালের পে-স্কেলই চালু রেখে দেয়। দিনাজপুর পৌরসভা হাই স্কুলের শিক্ষকগণ এখনও ১৯৭৩ সালের বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন গ্রহণ করছে। এই শিক্ষকগণ ১৯৭৭ সালের বেতনক্রম দাবী করলেও সে দাবী পূরণ করা হয়নি। ১৯৮০ সাল হতে সরকার দেশের সমস্ত বেসরকারী হাই স্কুলের জন্য একই ধরনের পে-স্কেল চালু করেন। এই নতুন স্কেলের প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৩০% ভাগ মহার্ঘ ভাতা সরকারই প্রদান করছেন। পৌর পরিচালিত হাই স্কুলে ১৯৮০ সালে প্রবর্তিত এই নতুন পে-স্কেলও চালু করা হয় নাই। মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ১৯৭৩ সালে প্রবর্তিত বেতনক্রম অনুযায়ী টা: ৩৭৫-৯৭৫ ক্রমে মাইনে পেতেন। ১৯৭৭ সালে পে-স্কেল ছিল টা: ৪২৫-১০৩৫। বগুড়া পৌরবিদ্যালয়ে '৭৭ সালের পে-স্কেল চালু হয়েছে কিন্তু দিনাজপুর পৌরসভা স্কুলে এই বেতনক্রম চালু করা হয়নি। এ ব্যাপারে আমাদের আবেদন-নিবেদন উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৮০ সালে প্রধান শিক্ষকের বেতনক্রম ছিল টা: ১১৫০-১৮০০। নব প্রবর্তিত এই বেতনক্রম দেশের সমস্ত বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে কিন্তু পৌর পরিচালিত বিদ্যালয়ে তা হয়নি। ফলে পৌরসভা হাই স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা সহজেই অনুমেয়। অন্যান্য শিক্ষকের ক্ষতির পরিমাণও একইরূপ।

দিনাজপুর পৌরসভা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী সেপ্টেম্বর।৮২ হতে বেতন বাবদ সরকারী অনুদান পাচ্ছেন না বলে দেশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অপেক্ষা অনেক কম বেতন পেয়ে প্রতিমাসে এক বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারী অনুদান পৌরসভা স্কুলগুলোতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিন্তু অনুদান বন্ধ করার কারণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে জানানো হয়নি।

সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়ার ফলে বাংলাদেশের তাবৎ হাই স্কুলের মধ্যে পৌর বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই সবচেয়ে কম বেতন পাচ্ছেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে এত কম বেতন নিয়ে শিক্ষকরা চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন।

আমাদের নিবেদন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৌর পরিচালিত স্কুলগুলোর জন্য নিয়মানুগ ভাতাদিসহ ১৯৮০ প্রবর্তিত বেসরকারী স্কুলসমূহের পে-স্কেল চালু করা হোক এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা বিধি এবং শিক্ষকদের চাকরি বিধি প্রণয়ন করা হোক। নতুন পে-স্কেল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত পৌর স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারী অনুদান প্রদান করা করা হোক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মুহম্মদ আবদুর রহিম
প্রধান শিক্ষক, পৌরসভা
উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর।